কাটাতে শুরু করেছে মেহেরপুরের তেল সংকট

মেহেরপুরে সাম্প্রতিক তেল সংকট কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা। দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি, তেলের সংকট ও অনিশ্চয়তার পর এখন পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জেলার বিভিন্ন ডিলার পয়েন্ট ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে নিয়মিতভাবে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেও যেখানে তেল নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। পাম্পগুলোতে ভিড় কমে গেছে; কোথাও কোথাও গ্রাহক খুঁজে তেল বিক্রি করতে হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম জানান, প্রশাসনের কঠোর নজরদারি, সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বাজার পরিস্থিতির উন্নতির ফলে এ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, “বর্তমানে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। ভোগান্তি কমাতে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করছি এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে কাজ করে যাচ্ছি।”

ট্যাগ অফিসার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখনো মাঠে সক্রিয় থাকলেও আগের মতো চাপ নেই। তাদের উপস্থিতি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের ডিজেলের চাহিদা কিছুটা কমেছে, যা বাজারে চাপ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।

দাম বৃদ্ধির পর ডিজেল-পেট্রল-

অকটেনের সরবরাহ বাড়ল

জ্বালানিসংকট সমাধানে সারা দেশে আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) থেকে ডিপো পর্যায়ে সব ধরনের জ্বালানি তেলের সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে ডিজেল ১০ শতাংশ, পেট্রল ১০ শতাংশ ও অকটেন ২০ শতাংশ বর্ধিত হারে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

গতকাল রবিবার (২০ এপ্রিল) রাতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এক প্রজ্ঞাপনে এটি নিশ্চিত করেছে।

বিপিসির মহাব্যবস্থাপক ফেরদৌসি মাসুম হিমেলের সই করা প্রজ্ঞাপনে এটি জানানো হয়।

২০ এপ্রিল থেকে নতুন হারে তেল বিক্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রজ্ঞাপনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের দাম বাড়িয়েছে সরকার।

ডিজেলের দাম লিটারে ১৫ টাকা বাড়িয়ে ১১৫, অকটেনের দাম ২০ টাকা বাড়িয়ে ১৪০, পেট্রল ১৯ টাকা বাড়িয়ে ১৩৫ এবং কেরোসিনের দাম লিটারে ১৮ টাকা বাড়িয়ে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করে সরকার।

গাংনীতে অবৈধ ভাবে ডিজেল মজুদের চেষ্টার ঘটনায় মামলা, আটক ২

মেহেরপুরে অবৈধ ভাবে লরি থেকে তেল নামানোর ঘটনায় গাড়ির চালক ও তেল ক্রেতার নামে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতের মাধমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলেন, একই উপজেলার ছাতীয়ান গ্রামে উজ্জ্বল হোসেন ও সাহেব নগর গ্রামের রিপন হোসেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন জানিয়েছেন, রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজারে একটি সার ও কীটনাশকের দোকানে অবৈধ ভাবে অধিক মুলে বিকির উদ্দেশে লরি থেকে তেল নামানোর খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছে থাকা সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল তেল বোঝায় লরিটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।

অবৈধভাবে তেল বেচাকেনার দায়ে লরি চালক উজ্জল হোসেন ও তেল কেনায় জড়িত রিপন আলীর বিরুদ্ধে মামলা শেষে আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে লরি বোঝায় সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার থেকে লরি বোঝায় তেল জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঝিনাইদহ ঢ ৪১-০০৪৩ লরিটি খুলনা ডিপো থেকে ডিজেল নিয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার গোয়াল গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ শুক্রবার মধ্যে রাতে অবৈধ ভাবে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজারের রিপন নামের এক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীর দোকানে লরি থেকে তেল নামানো হচ্ছে এমন খবর ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেলসগ লরিটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই আব্দুল করিম বলেন, তেলের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তেল বোঝায় লরিটি জব্দ করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এনিয়ে গত দুদিনে মেহেরপুর থেকে ১০ হাজার লিটারের অধিক ডিজেল উদ্ধার করা হলো।

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত দামে ডিজেল বিক্রি, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিভিন্ন বাজারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তদারকি অভিযানে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রির অভিযোগে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর বাজার, বটতৈল ও ভাদালিয়া এলাকায় এ তদারকি অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, জ্বালানি তেলের দোকান ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে মূল্যতালিকা, পণ্যের মান এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি যাচাই করা হয়।

এ সময় অনুমোদনহীন ও অনিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণ এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় কাঞ্চনপুর বাজারের মেসার্স আশিক হার্ডওয়্যার নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অনিয়ম প্রতিরোধে এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের সরকারি নির্দেশনা মেনে পণ্য বিক্রি এবং নিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণের জন্য সতর্ক করা হয়। একই

সঙ্গে ভোক্তাদের কোনো অনিয়ম চোখে পড়লে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় অভিযানে সহযোগিতা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

৬ আগষ্ট থেকে ডিজেল ও কেরোসিন ১১৪টাকা, অকটেন ১৩৫, পেট্রল ১৩০ টাকা লিটার

ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ৩৪ টাকা বেড়ে হয়েছে ১১৪ টাকা। যা আগে ছিল প্রতি লিটারের দাম ৮০ টাকা। আজ রাত ১২টার পর থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে। এছাড়া অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

আজ শুক্রবার রাতে জ্বালানি বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈশ্বিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ই আর এল)-এ পরিশোধিত এবং আমদানি/ক্রয়কৃত ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের মূল্য সমন্বয় করে ভোক্তা পর্যায় নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

আজ শুক্রবার (৫ আগস্ট) রাত ১২টার পর থেকে ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের ভেতর ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য ডিজেল ১১৪ টাকা/ লিটার, কেরোসিন ১১৪ টাকা/ লিটার, অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জনবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় আমজনতার স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। যতদিন সম্ভব ছিল

ততদিন সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির চিন্তা করে নাই। অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকটা নিরুপায় হয়েই কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে হচ্ছে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে অনুযায়ী জ্বালানি তেলের মূল্য পুনঃবিবেচনা করা হবে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উর্ধ্বগতির কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ সহ বিভিন্ন দেশে নিয়মিত তেলের মূল্য সমন্বয় করে থাকে। ভারত গত ২২ মে থেকে কলকাতায় ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ৯২.৭৬ রুপি এবং পেট্রল লিটার প্রতি ১০৬.০৩ রুপি নির্ধারণ করেছে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এই মূল্য বাংলাদেশি টাকায় যথাক্রমে ১১৪.০৯ টাকা এবং ১৩০.৪২ টাকা। (১ রুপি = গড় ১.২৩ টাকা)। অর্থাৎ বাংলাদেশে কলকাতার তুলনায় ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ৩৪.০৯ এবং পেট্রল লিটার প্রতি ৪৪.৪২ টাকা কমে বিক্রয় হচ্ছিল। মূল্য কম থাকায় তেল পাচার হওয়ার আশঙ্কা থেকেও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সময়ের দাবি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিগত ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি ২২ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত) জ্বালানি তেল বিক্রয়ে (সকল পণ্য) ৮০১৪.৫১ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক তেলের বাজার পরিস্থিতির কারণে বিপিসির আমদানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখাতে যৌক্তিক মূল্য সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।